CAMPAIGN FOR POPULAR EDUCATION (CAMPE)

শিক্ষার অধিকার আমাদের অঙ্গীকার

দুই দশকের পথচলায় গণসাক্ষরতা অভিযান

১৯৯৯ – ২০১১

সবার জন্য শিক্ষার (EFA) ছয়টি লক্ষ্যমাত্রা

সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুসহ সকল শিশুর প্রাক-প্রাথমিক ও শৈশবকালীন শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসার;

মেয়ে শিশু, সংখ্যালঘু শিশু এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অরাজক পরিস্থিতির শিকার হয়েছে এমন শিশুসহ সকল শিশুর জন্য ২০১৫ সালের মধ্যে বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা;

সকল শিশু, কিশোর ও বয়স্কদের শিক্ষা-চাহিদা নিশ্চিত করা এবং বুনিয়াদি, জীবনঘনিষ্ঠ ও সামাজিক শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচি এমনভাবে প্রণয়ন করা যাতে সকলের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়;

২০১৫ সালের মধ্যে বয়স্ক সাক্ষরতার হার, বিশেষ করে নারীদের সাক্ষরতা অন্তত ৫০ ভাগে উন্নীত করা এবং বুনিয়াদি ও তৎপরবর্তী শিক্ষায় বয়স্কদের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা;

শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে ২০১৫ সালের মধ্যে নারী-পুরুষ সমতা অর্জনের লক্ষ্যে সকল নারীর জন্য মানসম্মত বুনিয়াদি শিক্ষায় পূর্ণ ও সুষম প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা;

শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধন, যাতে সবার পক্ষে অন্তত গণনা করা, পড়তে পারা, পরিমাপ করতে পারা ইত্যাদি শিক্ষাগত দক্ষতা অর্জন সম্ভব হয়।

শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে
গণসাক্ষরতা অভিযান-এর কর্মোদ্যোগ

জাতীয় ক্ষেত্রে পলিসি এডভোকেসি ও লবিং

বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়, গণযোগাযোগ ও নেটওয়ার্কিং

প্রাথমিক, উপানুষ্ঠানিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ক নীতি নির্ধারণী গবেষণা

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে তথ্য সন্নিবেশন ও বিস্তরণ

শিক্ষা বিস্তারে নিয়োজিত সহযোগী সংস্থার সক্ষমতা বিনির্মাণ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উপকরণ উন্নয়ন ও বিতরণ

দেশব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা মানচিত্রায়ন

সুশীল সমাজের ভূমিকা সংগঠিত ও সক্রিয়করণ

শিক্ষার প্রসার, স্কুলে ভর্তি এবং ঝরে পড়া রোধে জনমত সংগঠন

বিবিধ বিষয়ে সেমিনার, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন

সমাজের সকল স্তরে শিক্ষা ও উন্নয়ন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি

১৯৯০

শিক্ষার অধিকার আমাদের অঙ্গীকার

দুই দশকের পথচলায় গণসাক্ষরতা অভিযান

১৯৯০ - ২০১১

২০১১

নুরুল ইসলাম নাহিদ
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণসাক্ষরতা অভিযান আয়োজিত শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে সংহতি সমাবেশ

Nurul Islam Nahid M.P
Minister
Ministry of Education
Government of the People's
Republic of Bangladesh

নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

তারিখ ঃ ১৯-০৪-২০১১ খ্রিঃ

বাণী

আমি জেনে আনন্দিত যে, এ বছর গণসাক্ষরতা অভিযান এর ২০ বছর পূর্ণ হলো। এ জন্য এ সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই।

বাংলাদেশ সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে "সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্য স্থির করেছে। এরই মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে শতভাগ শিশুর ভর্তি নিশ্চিতকল্পে কাজ চলছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের লিঙ্গবৈষম্য ইতোমধ্যে দূর করা সম্ভব হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি -২০১০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষা খাতে গুণগত পরিবর্তন আনা যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। গণসাক্ষরতা অভিযান সরকারের সকল গণমুখী শুভ উদ্যোগের পাশে থাকায় সাধুবাদ জানাচ্ছি।

দুই দশক পূর্তিতে গণসাক্ষরতা অভিযান এর সকল কর্মী, সদস্য সংগঠন ও সহযোগী সংস্থাকে আন্তরিক অভিনন্দন।

(নুরুল ইসলাম নাহিদ এম. পি.)

Room-1814, Building-6, Bangladesh Secretariat, Dhaka. Phone: 880-2-7161395, Fax: 880-2-163322, E-mail: minister@moedu.gov.bd

ডাঃ মোঃ আফছারুল আমীন
মন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণসাক্ষরতা অভিযান আয়োজিত আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় সেমিনার

Dr. Md. Afsarul Ameen M.P.
Minister
Ministry of Primary & Mass Education
Government of the People's
Republic of Bangladesh

ডাঃ মোঃ আফছারুল আমীন এম.পি
মন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

গণসাক্ষরতা অভিযানের একুশ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত সকলকে অভিনন্দন জানাই।

গণসাক্ষরতা অভিযান জন্মলগ্ন হতে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার কাজে আত্মনিয়োগ করে ইতোমধ্যে প্রচুর সফলতা অর্জন করেছে। ইউনেস্কো ঘোষিত "সবার জন্য শিক্ষা" কার্যক্রমের আওতায় দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করণের লক্ষ্যে এ সংস্থাটির কার্যক্রম অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বর্তমান সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করা এবং শিক্ষার সুযোগসুবিধাসমূহ নিশ্চিত করা। সরকার এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে "শিক্ষা নীতি" প্রণয়ন। প্রণীত শিক্ষা নীতির আলোকে শতভাগ সাক্ষরতা অর্জনে কাজ করে যাওয়ার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে বিনীত আহবান জানাই। দেশের সকল নাগরিকের সুশিক্ষা নিশ্চিত হলেই দেশ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে।

আমি "গণসাক্ষরতা অভিযান" এর শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম সমূহের উদ্যোগ ও বাস্তবায়ন প্রচেষ্টাগুলোকে স্বাগত জানাই। তাদের প্রচেষ্টা আরোও বেগবান হোক। আমি এ সংস্থার সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

(ডাঃ মোঃ আফছারুল আমীন, এম.পি)

আমাদের পরম স্বজন, যাঁরা গণসাক্ষরতা অভিযানের জন্মলগ্ন থেকেই আমাদের সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু আজ আর

ড. আবদুল্লাহ্ আল-মুতী

বাংলাদেশের শিক্ষা অঙ্গন ও জনপ্রিয় বিজ্ঞান রচনার ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ্ আল-মুতী শরফুদ্দীন এক অবিস্মরণীয় নাম। উঁচু মাপের সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন, কিন্তু দেশের শিক্ষা, সাক্ষরতা ও উন্নয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। গণসাক্ষরতা অভিযানের একেবারে শৈশবে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর কর্মদক্ষতা, দূরদর্শিতা এবং অনুপ্রেরণা এই সংগঠনের সকল কার্যক্রমকে বিশেষভাবে সৃজনধর্মী ও বেগবান করে তোলে। ১৯৯৮ সালের ৩০ নভেম্বর এই মহান শিক্ষাকর্মী মৃত্যুবরণ করেন।

আ. ন. ম. ইউসুফ

আ. ন. ম ইউসুফ গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে এই সংগঠনকে বিশেষভাবে সক্রিয় ও গতিশীল করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বিভিন্ন স্তরে তিনি সরকারি দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। শিক্ষার প্রতি গভীর দায়বদ্ধতার কারণে তিনি গণসাক্ষরতা অভিযানের বিভিন্ন কার্যক্রমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নিরহঙ্কার, সদাশয় ও দক্ষ এই কর্মীপুরুষ ২০০৫ সালের ২৪ জানুয়ারি আমাদের শোকার্ত করে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

মুহাম্মদ আজিজুল হক

আমাদের সংগঠনের এক মহান কর্মী মুহাম্মদ আজিজুল হকের জীবনাবসান ঘটে ২০১০ সালের ২৮ জুলাই। তিনিও দীর্ঘদিন প্রধান উপদেষ্টা এবং ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। গণসাক্ষরতা অভিযানের নানা কার্যক্রমে তিনি যে শুধু সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন তাই নয়, এদেশের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে অনেক আগে থেকেই নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক অনিয়মিত লেখক মুহাম্মদ আজিজুল হক ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

আবুল কাসেম সন্দ্বীপ

আবুল কাসেম সন্দ্বীপকে এদেশের তাবৎ মানুষ মুক্তিযুদ্ধের এক মহান শব্দসৈনিক হিসেবে চেনেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের একজন বলিষ্ঠ সংগঠক সন্দ্বীপ ভাই ছিলেন প্রগতিবাদী আদর্শের এক অক্লান্ত কর্মী। দেশের দারিদ্র মানুষের শিক্ষার অধিকার যে এক আলোকিত ভবিষ্যত তৈরি করতে পারে, তিনি এই বিশ্বাসে অটল ছিলেন। গণসাক্ষরতার কাজটিকে সেজন্যই তিনি অগ্রগণ্য বিবেচনা করেছিলেন এবং নিজেকে সেই কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। ১৯৯৫ সালের ১০ ডিসেম্বর আবুল কাসেম সন্দ্বীপ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁরা আমাদের মাঝে নেই। দুই দশক পেরিয়ে আসার এই আনন্দক্ষণে তাঁদের স্মরণ করি স্মৃতিবিহবল চিত্তে।

ড. নিরাফাত আনাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিশেষ শিক্ষা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নিরাফাত আনাম তাঁর কাজের মাধ্যমেই গণসাক্ষরতা অভিযানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। এদেশে যখন একীভূত শিক্ষা বিষয়ে প্রাথমিক ভাবনার সূত্রপাত, তখনই ড. আনাম তার প্রয়োগে উদ্যোগী হন। সাক্ষরতার সুযোগবঞ্চিত বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ প্রতিবন্ধীর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ২০০১ সালের ২৭ আগস্ট নিরাফাত আনাম অকালে মৃত্যুবরণ করেন।

সুশান্ত অধিকারী

১৯৭২-এ সদ্যস্বাধীন কিন্তু অর্থনৈতিক সংকটে পতিত বাংলাদেশে যাঁরা বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, সুশান্ত অধিকারী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমে ছিল শিক্ষা ও সাক্ষরতার অগ্রাধিকার। শিক্ষা বিস্তারকে তিনি সমাজ সংস্কারের এক হাতিয়ার হিসেবে মনে করতেন। ১৯৯০ সালে গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রতিষ্ঠায় তিনিও ছিলেন এক অনন্য কর্মী। নানাভাবে এই সংগঠনকে তিনি সহায়তা দিয়েছেন এবং এর সামগ্রিক কার্যক্রমে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। তিনি ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রফেসর রোকেয়া রহমান কবির

বাংলাদেশের নারী আন্দোলন আজ অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এপ্রসঙ্গে রোকেয়া রহমান কবিরের নাম সগৌরবে উচ্চারণ করতেই হয়। সমাজ যখন নানা পশ্চাদপদ সংস্কারের বৃত্তে আবদ্ধ, তখন তিনি প্রগতির এক মূর্তিমতী প্রতীক হিসেবে হাজির হয়েছিলেন। বিদুষী এই নারী ছিলেন উচ্চ শিক্ষিতা, বিজ্ঞানমনস্ক এবং সমাজ প্রগতি আন্দোলনের এক নির্ভীক কর্মী। গণসাক্ষরতা অভিযান কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে তিনি আমাদের নানান দিক-নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। ২০০১ সালের ২৮ জুলাই এই মহিয়সী নারীর জীবনাবসান ঘটে।

মোঃ আতাউর রহমান

বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া জনপদকে উন্নয়নের ধারায় যুক্ত করার ক্ষেত্রে আমৃত্যু নিজেকে নিবেদন করেছিলেন মোঃ আতাউর রহমান। দরিদ্র, নিরুপায় এবং সহায়হীন মানুষের জীবনদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা যে নির্বিকল্প, সেকথা তিনি জানতেন এবং সেই সূত্রেই তিনি উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত হন। গণসাক্ষরতা অভিযান প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্তীকালে এর দক্ষ পরিচালনায় তিনি সর্বদাই নানাভাবে সাহায্য করেছেন। সমাজভাবুক ও ভ্রান্তিহীন এই মানুষটি ২০০৩ সালের ৬ আগস্ট আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।

শিক্ষার অধিকার আমাদের অঙ্গীকার

দুই দশকের পথচলায় গণসাক্ষরতা অভিযান

১৯৯০ – ২০১১

স্যার ফজলে হাসান আবেদ
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপার্সন
গণসাক্ষরতা অভিযান

বিগত ৪ দশকে বাংলাদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে '৯০-এর দশকে। জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলনের পরপরই দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক উদ্যোগ গৃহীত হয়। এ সময়েই দেশে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার অভিপ্রায়ে অনেক আশা নিয়ে আমরা ক্যাম্পেইন ফর পপুলার এডুকেশন (CAMPE) গঠন করি। এর মানে হলো, সারা দেশের সকল শিশু, কিশোর-কিশোরী, বয়স্ক নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে লেখাপড়া শিখবে, দক্ষ সাক্ষর সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখবে।

মূলত নব্বইয়ের দশক থেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বাড়ল, ছেলে-মেয়ের অনুপাত সহনীয় মাত্রায় আসতে থাকল এবং শিক্ষার আরো নানা ক্ষেত্রে উন্নতি হলো। ২০০৮-০৯ সালে এসে দেখা গেল ৯০ শতাংশের বেশি শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। সব কিছু মিলিয়ে দেখা যায়, সাক্ষরতার হারও উঠে এসেছে ৫০ ভাগের ওপরে। এ অর্জনে গণসাক্ষরতা অভিযান বিগত দুই দশকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

তবে আমার ধারণা, এখনও দেশে প্রায় ৭-৮ শতাংশ শিশু লেখাপড়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকছে। যারা ভর্তি হচ্ছে তাদের মধ্যেও অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে। শিক্ষার মান নিয়েও প্রশ্ন আছে। এই মান এখনো এত নিচু যে, অনেক শিক্ষার্থীই বিদ্যালয়ে তেমন কিছু শিখতে পারে না। তাদের অনেকেই ভালো করে লিখতে পড়তে পারে না, অঙ্ক কষতে জানে না। এভাবে শিক্ষা অনেকের কাছেই অর্থবহ হচ্ছে না। এটি এক বিশাল জাতীয় অপচয়। সকলে মিলে এ অপচয় অবশ্যই রোধ করতে হবে।

চীন, কোরিয়া, সিঙ্গাপুরের মতো আমাদেরকেও শিক্ষার মান আরো অনেক উন্নত করতে হবে। শিক্ষাকে প্রযুক্তিনির্ভর করতে হবে, যাতে শিক্ষা কাজে লাগিয়ে আয় বাড়ানো যায়, জীবন মানেরও উন্নয়ন ঘটে। এর ফলে ধীরে ধীরে দেশ স্বনির্ভর হয়ে উঠবে।

এসব ক্ষেত্রে গণসাক্ষরতা অভিযানকে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে। এদেশের জনমানুষের শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী সকল মহলের সাথে সহযোগিতা ও এডভোকেসির মাধ্যমে একটি সাক্ষর, আলোকিত সমাজ গঠনের প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে।

শিক্ষার অধিকার আমাদের অঙ্গীকার

দুই দশকের পথচলায় গণসাক্ষরতা অভিযান

১৯৯৫ – ২০১১

কাজী রফিকুল আলম
চেয়ারপার্সন
গণসাক্ষরতা অভিযান

শিক্ষা আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি অনেক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা স্বাধীনতার পরপরই শিক্ষা বিস্তারে কাজ শুরু করে। এসব উদ্যোগের সমন্বয় সাধন এবং সবার জন্য শিক্ষা (EFA) কর্মসূচি বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে একটি গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য জমতিয়েন সম্মেলনের পরপরই গণসাক্ষরতা অভিযান প্রতিষ্ঠিত হয়।

সূচনালগ্ন থেকেই এ প্রতিষ্ঠান সর্বজনীন শিক্ষার ধারণা বিস্তার এবং জাতীয় পর্যায়ে এ বিষয়ক নীতিমালা ও কর্মকৌশল প্রণয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে আসছে। শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা, শিক্ষাকর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং শিক্ষা উপকরণ প্রণয়নেও এ প্রতিষ্ঠান অনেক কাজ করেছে। এসব ক্ষেত্রে অর্জন বা সাফল্যের কাহিনী অত্যন্ত উৎসাহজনক। এরই মধ্যে শিক্ষায় অভিগম্যতা, সমতাসহ সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় অনেক উন্নয়ন ঘটেছে। দেশের সব শিশুরাই এখন বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ পাচ্ছে। শিক্ষার জন্য উপবৃত্তিও চালু হয়েছে।

তবে আমি মনে করি, আমরা এখনও শিক্ষাকে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। সবার জন্য শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্যমাত্রা বয়স্ক সাক্ষরতা ও দক্ষতা-বিকাশী শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছিয়ে রয়েছি। শিক্ষার মানোন্নয়নেও আমাদের অনেক কাজ করা প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম ভিত হিসেবে সব শিশুকেই প্রাক-শৈশব বিকাশ কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসার জন্যও আমাদের যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে। জীবনব্যাপী শিক্ষার ধারণা বিস্তরণের মাধ্যমে দেশে একটি সাক্ষর ও দক্ষ সমাজ বিনির্মাণই এখন আমাদের সামনে অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

এ সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তাদেরকে সংগঠিত করে সঠিক নেতৃত্ব প্রদানের দায়িত্ব পালন করতে হবে গণসাক্ষরতা অভিযানকে। যারা এখনও শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না, বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী শিশু, বস্তিবাসী, চর বা হাওর এলাকার মানুষ, আদিবাসীসহ সকল সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে আমাদের স্বপ্ন, গণসাক্ষরতা অভিযান-এর অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আমাদের যৌথ প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলে আশা করি।

শিক্ষার অধিকার আমাদের অঙ্গীকার

দুই দশকের পথচলায় **গণসাক্ষরতা অভিযান**

১৯৯৩ - ২০১১

রাশেদা কে. চৌধূরী
নির্বাহী পরিচালক
গণসাক্ষরতা অভিযান

একদার স্বপ্নে লালিত আমাদের বর্তমান ও আগামী

শিক্ষা সকল মানুষের অধিকার, গ্রাম ও শহরের, ধনী ও নির্ধনের, নারী ও পুরুষের। সব মানুষের এই অধিকার অর্জনে সরকারের পাশাপাশি নাগরিক সমাজেরও অংশগ্রহণ প্রয়োজন। ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে এমন একটা প্রতীতি জন্মায়। সেই উপলব্ধি থেকেই বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক জোট হিসেবে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর যাত্রা শুরু।

বিগত দুই দশকে ধীরে ধীরে এ সংগঠনের কর্মপরিধি প্রসারিত হয়েছে। উন্নয়ন সংগঠনগুলোর পাশাপাশি শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ এ সংগঠনের সাথে একাত্ম হয়েছে এবং সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে গৃহীত যৌথ উদ্যোগে সামিল হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের বিভিন্ন কার্যক্রমে সীমিত সাধ্যের মধ্য দিয়ে আমরা জড়িত হয়েছি। এটা অন্তত শ্লাঘার বিষয় যে, আমাদের কর্মতৎপরতা, আমাদের কিছু দৃশ্যমান সাফল্যের কথা শুনতে পাই ভিনদেশী বন্ধু ও দাতাদের কাছ থেকে।

বিগত দুই দশকে এ সংগঠন সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং সহযোগিতার ক্ষেত্র সৃষ্টিতেও বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই মধ্যে অনেক নীতি নির্ধারণী বিষয়ে গণসাক্ষরতা অভিযানের বক্তব্য সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এ জন্য সরকারকে, বিশেষভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল অধিদপ্তর, ব্যুরো এবং দপ্তরের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় দেশের সকল শিশুর জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা, নিরক্ষরতার হার হ্রাস করা, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, শিক্ষার সঙ্গে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের সম্পৃক্তি ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে আমাদের বহুদূর এগিয়ে যেতে হবে। এটা কাকতালীয় হলেও আনন্দদায়ক যে, আমাদের দুই দশক পূর্ণ করার বছরেই প্রণীত ও গৃহীত হলো বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় শিক্ষানীতি। যে শিক্ষানীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে গণসাক্ষরতা ও গণশিক্ষার দিগন্তজোড়া স্বপ্ন। এই সুযোগে ঘোষণা করতে চাই, আমাদের সংগঠন অন্যান্য সহযোগীদের নিয়ে এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে বিরতিহীন ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

আমাদের এ অভিযাত্রায় যারা আমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, সমর্থন ও সহায়তা প্রদান করছেন এবং যারা আমাদের সহযাত্রী তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে দাতাসংস্থা, অভিযান কাউন্সিল, সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন ফোরাম, নেটওয়ার্ক ও গ্রুপের সদস্যবৃন্দ, মিডিয়াসহ নাগরিক সমাজের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দের কাছে আমাদের কামনা এই যে, তারা যেন বিগত দুই দশকের মতো সর্বদাই আমাদের সাথে থাকেন।

আজকের এ শুভ দিনে সকলের জন্যই আমাদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আমাদের এ অগ্রযাত্রা ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত হবে এবং অংশগ্রহণের মাত্রা এবং পরিধি ব্যাপকতর ও দৃঢ়তর হবে আপনাদের নিবিড় সহযোগিতায়, এই আশা আমাদের।

শিক্ষার অধিকার আমাদের অঙ্গীকার

দুই দশকের পথচলায় **গণসাক্ষরতা অভিযান**

১৯৯০ – ২০১১

ফিরে দেখা দুই দশক

ম. হাবিবুর রহমান
কোষাধ্যক্ষ
গণসাক্ষরতা অভিযান

৫ থেকে ৯ মার্চ, ১৯৯০-এ থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে ১৫৫টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে সবার জন্য শিক্ষা শীর্ষক বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ থেকে বেসরকারি সংস্থার দাপ্তরিক প্রতিনিধি হিসেবে এ সম্মেলনে যোগ দেন ড. ফ. র. মাহমুদ হাসান (জিএসএস), ড. সালাহউদ্দিন আহমেদ (ব্র্যাক), জনাব যেহীন আহমেদ (এফআইভিডিবি) এবং আরমা দত্ত (প্রিপ ট্রাস্ট-দাতাসংস্থা)। উদ্বোধনী দিনে বাংলাদেশের জন্য নির্ধারিত আসনে তাঁরা বাংলাদেশের এনজিওদের পক্ষ থেকে আরো একজনকে দেখতে পান। পরিচয়ের পর জানতে পারেন তিনি নানফে (NANFE-National Association for Non-Formal Education)- এর প্রতিনিধিত্ব করছেন। বাংলাদেশের প্রায় শতাধিক এনজিওর প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হলো নানফে। তাঁদের হতবাক হওয়ার আরো কিছুটা বাকি ছিল। তাঁরা এবার জানতে পারলেন ব্র্যাক, জিএসএস ও এফআইভিডিবি ও নানফে-র সদস্য প্রতিষ্ঠান। কিংকতর্ব্যবিমূঢ় এ প্রতিনিধি দলের সদস্যরা প্রায় সবাই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর নীতিনির্ধারক। অথচ তাঁরা কেউই এমন একটি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।

সেদিন রাতে অর্থাৎ ৫ মার্চ ১৯৯০, জমতিয়েনে বসেই তারা সিদ্ধান্ত নিলেন দেশে ফিরে গিয়ে শিক্ষা ও সাক্ষরতা নিয়ে কর্মরত সব এনজিও'র একটি সম্মেলন আহ্বান করবেন। তাছাড়া 'সবার জন্য শিক্ষা'র বিশ্ব সম্মেলন বাংলাদেশের এই প্রতিনিধি দলকে একটি জাতীয় উদ্যোগ নিতে বিশেষভাবে প্রণোদিত করল। তারা একটি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সম্ভাবনা, যৌক্তিকতা, কর্মপরিধি ইত্যাদি নিয়ে ব্রাকের কর্ণধার ফজলে হাসান আবেদসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন।

এর পূর্বে আরো একটি ঘটনা এনজিও নেতবৃন্দকে অনুরূপ ভাবনায় উজ্জীবিত করেছিল। সম্ভবত ১৯৮৮-এর দিকে আরো একটি ঐক্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সেই প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল BCME-Bangladesh Council of Mass Education। ইউএনডিপির গণশিক্ষা প্রকল্প METSLO (Mass Education Through Small and Local Organizations) পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিল BCME। কিন্তু এক বছর পরে অনুষ্ঠিত মূল্যায়নে ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতার কারণে ইউএনডিপি এই প্রকল্পটি স্থগিত রাখে। পরবর্তী পর্যায়ে সরকার এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য গণশিক্ষা কার্যক্রম নামে একটি প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করে। এই প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালনায় সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতার কারণে অনেক এনজিও নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়েছিল।

জমতিয়েনে থেকে ফিরে এসে মাহমুদ ভাই, যেহীন ভাই, আরমাদি ও আবেদ ভাই (ব্রাক), ফারুক ভাই (প্রশিকা), জেফরি পেরেরাদাসহ (কারিতাস) অন্যান্য নেতৃস্থানীয় এনজিও নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলেন। মোটামুটিভাবে ঠিক হয় যে, তারা মে-জুনে শিক্ষা ও সাক্ষরতা নিয়ে কর্মরত এনজিওদের একটি সম্মেলন আহ্বান করবেন এবং ইতোমধ্যে দেশব্যাপী সাক্ষরতা আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এনজিওদের সহায়তায় একটি সচিবালয় গড়ে তোলা হবে।

মহা উৎসাহ আর উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শুরু হলো সচিবালয় গড়ে তোলার প্রাথমিক কার্যক্রম। প্রায় প্রতিদিন বিকেলেই মাহমুদ ভাই, যেহীন ভাই অথবা আরমাদির অফিসে পালাক্রমে সচিবালয় গড়ে তোলার প্রাথমিক সভাগুলো অনুষ্ঠিত হতো। আবেদ ভাইকে সভাপতি এবং মাহমুদ ভাইকে সম্পাদক করে ১৬- সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হলো। মে মাসে নিশাত জাহান রানা, জুন মাসে মণি এবং সম্ভবত জুলাই মাসে বাবুল মাতব্বর গণসাক্ষরতা অভিযানের নিয়মিত কর্মী হিসেবে যোগ দেন।

দুই দশকের পথচলায় গণসাক্ষরতা অভিযান

১৯৯০ - ২০১১

ঠিক হলো এই সচিবালয়:

- দেশব্যাপী সাক্ষরতা আন্দোলন গড়ে তোলার প্লাটফরম হিসেবে কাজ করবে এবং সরকারের নীতি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করবে;
- দাতাগোষ্ঠীর অগ্রাধিকার পরিবর্তনে পরামর্শ প্রদান করার চেষ্টা করবে এবং সিভিল সমাজকে সাথে নিয়ে দেশব্যাপী ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করবে।
- দেশব্যাপী সাক্ষরতা অভিযান গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় কাজগুলো আগামী দু'বছরের মধ্যে সম্পাদন করবে।
- চার/পাঁচজনের একটি নিয়মিত কর্মীদল প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো সম্পাদন করবে। এদের মধ্যে একজন সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন।
- শুধুই সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে (এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠনসমূহ কারিগরি সহায়তা দেবে)।
- এপ্রিল-জুন মাস জুড়ে ২/৩ টি জাতীয় দৈনিকে নতুন প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয় ও কর্মপরিধি নিয়ে প্রচারণামূলক তথ্য প্রকাশ করবে।
- সমন্বয়ক নিয়োগের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করবে।
- প্রিপ/প্যাক্টকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য অনুরোধ করবে।

গণসাক্ষরতা অভিযানে আমি যোগ দিই ১৯৯০-এর সেপ্টেম্বরে। আমার ইন্টারভিউ নেওয়া হয় অভিনব উপায়ে। আমি তখন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে কর্মরত। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি এক বিকেলে একটি মেয়ে এসে আমার সাথে দেখা করল। বললো, ওর নাম মণি। ও গণসাক্ষরতা অভিযানে কাজ করে। ও জানালো, ড. মাহমুদ হাসান আমার সাথে কথা বলতে চেয়েছেন। মেয়েটি আমাকে মাহমুদ ভাইয়ের ফোন নাম্বার দিল। মাহমুদ ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি তখনও। একটি অনুষ্ঠানে দূর থেকে দেখেছি মাত্র। মাহমুদ ভাইয়ের সঙ্গে কথা হলো। বললেন–পরদিন বিকেলে অফিস শেষে আমি যেন তাঁর অফিসে যাই। উনি আমার সঙ্গে পরিচিত হতে চান। পরদিন গেলাম জিএসএস অফিসে। দুরুদুরু বুকে মাহমুদ ভাইয়ের রুমে গেলাম। দেখি আরো একজন নারী বসে আছেন। বেশ মজা করে ওরা আড্ডা দিচ্ছে আর মুড়ি-পিঁয়াজু খাচ্ছে। তাঁদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই আমি মুগ্ধ হলাম। একজন তো মাহমুদ ভাই আর অন্যজন আমাদের অনেকেরই প্রিয় আরমাদি–প্রিপ ট্রাস্টের ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর। প্রাথমিক আলাপ পরিচয়ের পর আমিও যোগ দিলাম বৈকালিক নাস্তায়। আধা ঘণ্টা পর প্রায় একসাথেই এলেন গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টার আতাউর ভাই এবং এফআইভিডিবির যেহীন ভাই। এদের দু'জনের সঙ্গেই আমার পূর্ব পরিচয় ছিল। ওরা আসার পরপরই আতাউর ভাই বললেন, মাহমুদ, আমি ঠিক করেছি হাবিবকে নিয়ে আমরা নতুন এয়ারপোর্টের পাশে একটি চাইনিজ রেঁস্তোরা আছে, সেখানে যাব। আমি কিছু বলবার আগেই যেহীন ভাই বললেন, চলুন তো, গেলেই বুঝতে পারবেন কেন আমরা আপনাকে খেতে নিয়ে যাচ্ছি। খেতে খেতে নানারকম প্রশ্নের কাঠগড়া উৎরে তাঁরা আমাকে পহেলা সেপ্টেম্বর ১৯৯০-এ গণসাক্ষরতা অভিযানে যোগ দিতে বললেন।

জুন ১৯৯০ থেকে জিএসএস-এর একটি কক্ষেই প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছিল গণসাক্ষরতা অভিযানের। জিএসএস তখন স্যার সৈয়দ আহমদ রোডের একটি বাড়ির দুটো ফ্লোরে ছিল। অফিসে আমার কোনো চেয়ার-টেবিল ছিল না। মণি আর রানা দুটো টেবিলে বসত। আমি রানার সামনে বসেই আমার প্রথম দিন অফিস শুরু করলাম।

মাহমুদ ভাইয়ের রুমে আমার প্রথম অবহিতকরণ সভা হলো। যতটুকু মনে পড়ে, আরডিআরএস থেকে মার্সেলিনদা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন থেকে রফিক ভাই (নির্বাহী পরিচালক), কারিতাস বাংলাদেশ থেকে জেফরিদা (নির্বাহী পরিচালক), এফআইভিডিবি থেকে যেহীন ভাই (নির্বাহী পরিচালক), ও গণউন্নয়ন প্রচেষ্টা থেকে আতাউর ভাই (নির্বাহী পরিচালক) অনেকগুলো আসবাবপত্র ২/৩ দিনের মধ্যে পাঠিয়ে দিলেন। ঐ মুহূর্তে হয়তো অতো আসবাবপত্র আমাদের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তাদের এই আসবাবপত্রগুলো আমার কাছে মহামূল্যবান মনে হয়, কারণ, একটি ঐক্যপ্রতিষ্ঠানের সমন্বয়কের ডাকে সবাই যেভাবে সাড়া দিয়েছিলেন তা আমার জন্য ছিল অত্যন্ত জরুরি। কারণ, এই দৃষ্টান্ত পরবর্তী সময়ে আমাকে গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রতি গভীর মমত্ববোধে দায়বদ্ধ ও বিনয়ী করে তুলেছে। ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মোহাম্মদপুরের গজনবী রোডে গণসাক্ষরতা অভিযানের নিজস্ব অফিস শুরু হয়। আর এভাবেই প্রচণ্ড আন্তরিকতা ও ভালোবাসাকে পুঁজি করে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে গণসাক্ষরতা অভিযান।

দুই দশকের পথচলায় গণসাক্ষরতা অভিযান

১৯৯০ – ২০১১

৯০ থেকে ৯২ ছিল অভিযানের প্রস্তুতিকাল। এই বছরে গণসাক্ষরতা অভিযান ১৮৬০ সালের সোসাইটিজ এ্যাক্ট অনুযায়ী নিবন্ধিত হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে গণসাক্ষরতা অভিযান প্রতিষ্ঠার পটভূমি ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে অংশীজনদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে কর্মশালার আয়োজিত হয়। দেশব্যাপী শিক্ষা ও সাক্ষরতা নিয়ে কর্মরত এনজিওদের তথ্যসংগ্রহ, মিডিয়া ক্যাম্পেইন এবং অক্সফামের সাহায্যপুষ্ট ৩৪ এনজিওর নির্বাহী প্রধান ও সহপ্রধানদের জন্য প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়কালে গণসাক্ষরতা অভিযান Asian South Pacific Bureau of Adult Education (ASPBAE)-এর সদস্য পদ লাভ করে এবং সর্বপ্রথম সবার জন্য শিক্ষা (EFA) আঞ্চলিক সম্মেলন আয়োজন করে। বৃহত্তর সিভিল সমাজে গণসাক্ষরতা অভিযানের কার্যক্রম দৃষ্টিগ্রাহ্য ও স্বীকৃতিযোগ্য হয়ে ওঠে। অভিযানের প্রস্তুতি পর্যায়ে আর্থিক সহায়তা করে PRIP/PACT, OXFAM ও SIDA। গণসাক্ষরতা অভিযানের ভিত নির্মাণে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৯৯২ সালে এ প্রতিষ্ঠান কর্ম-কৌশল উন্নয়নের উদ্যোগ নেয় এবং রাজেন্দ্রপুরের সিডিএম-এ পরিকল্পনা সভায় মিলিত হয়। আবেদ ভাই, ফারুক ভাই, জাফর ভাই, মাহমুদ ভাই, জেফরি দাদা, রোকেয়া আপাসহ প্রধান প্রধান এনজিও ব্যক্তিত্ব সকলেই এ সভায় উপস্থিত হন এবং একটি দিক-নির্দেশনা ঠিক করেন। এ নতুন নির্দেশনা অবলম্বন করেই প্রণীত হয় ৫ বছর মেয়াদি কর্ম-পরিকল্পনা।

১৯৯৩ সালের জুন মাসে ড. আবদুল্লাহ্ আল-মুতী শরফুদ্দীন এ প্রতিষ্ঠানে পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। এতে করে দাতাসংস্থাগুলোর কাছে এ প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং একটি কসোর্টিয়াম এ প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহায়তা দিতে সম্মত হয়। মূলত ১৯৯৩ সাল থেকেই এ প্রতিষ্ঠানে একটি শক্তিশালী কাঠামো রচিত হয়। এডভোকেসি ও নেটওয়ার্কিং বিষয়ে এনজিওদের সক্ষমতা বিনির্মাণ, শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন ও বিতরণ, শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে গবেষণা ও মূল্যায়ন ইত্যাদি কাজ নিয়ে গণসাক্ষরতা অভিযান ৪টি ইউনিটে বিভক্ত হয়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে। এ সময়কালেই গণসাক্ষরতা অভিযান আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন শুরু করে এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। সেই থেকে গণসাক্ষরতা অভিযান সরকারকে নানাভাবে এ দিবসটি উদযাপনে সহায়তা করে আসছে। ১৯৯৩ সালেই গণসাক্ষরতা অভিযান *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এর প্রকাশনা শুরু করে। *পড়ুয়া*, *কিশোরী কথা* নামক ২টি মাসিক পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয় পরবর্তীকালে।

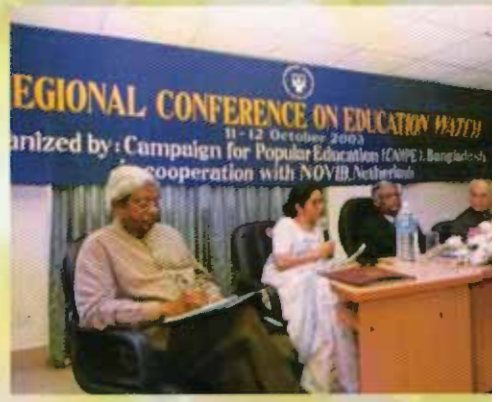

১৯৯৭ সালে রাশেদা কে. চৌধূরী এ সংগঠনে পরিচালক পদে যোগ দেন। তাঁর নেতৃত্বে এ সংগঠনটির প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা যেমন বিকশিত হয় তেমনি আবার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ সংগঠনের গ্রহণযোগ্যতাও বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে এ সংগঠনটি একটি পার্টনারশীপ সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তখন থেকে শুরু হয় গণসাক্ষরতা অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়। ১৯৯৯ সাল থেকে এই সংগঠন ইউএনডিপি-এর সহায়তায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি বৃহদাকার পরিবেশ শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেয়। ১৯৯৮ সাল থেকে গণসাক্ষরতা অভিযান এডুকেশন ওয়াচ শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয় এবং ২০০০ সালেই প্রকাশিত হয় এডুকেশন ওয়াচ-এর প্রথম প্রতিবেদন। ১৯৯৯ সাল থেকেই উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এসডিসি গণসাক্ষরতা অভিযানকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। আর ২০০২ সালে এর সঙ্গে যুক্ত হয় দাতাসংস্থা নেদারল্যান্ড এমবাসি ও অক্সফাম নভিব।

বর্তমানে গণসাক্ষরতা অভিযান পার করছে এ প্রতিষ্ঠানের চতুর্থ পর্যায়। ১৯৯০ সালে মাত্র ৪ জন কর্মী নিয়ে গঠিত এ প্রতিষ্ঠানে বর্তমান কর্মী সংস্থা প্রায় ৮০ জন। বর্তমানে গণসাক্ষরতা অভিযান নানারকম অংশীজনদের মধ্যে বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী তৈরি করতে পেরেছে। এরাই মূলত গণসাক্ষরতা অভিযানের সম্পদ। গণসাক্ষরতা অভিযানের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনী রয়েছে। এরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে দেশের সাক্ষরতা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে। আমি এখনও গণসাক্ষরতা অভিযানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ভবিষ্যতেও থাকতে চাই। সবাইকে নিয়ে দেশের উন্নয়নে কাজ করার যে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করেছে, আমার বিশ্বাস তা অনাগত ভবিষ্যতেও সমুন্নত থাকবে। এভাবেই এই প্রতিষ্ঠানটি তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।

শিক্ষার অধিকার আমাদের অঙ্গীকার

দুই দশকের পথচলায় **গণসাক্ষরতা অভিযান**

১৯৯০ - ২০১১

গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রতিষ্ঠাতা কাউন্সিল

ফজলে হাসান আবেদ, ব্র্যাক

ড. ফ. র. মাহমুদ হাসান, জিএসএস

কাজী রফিকুল আলম, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

ড. কাজী ফারুক আহমেদ, প্রশিকা

যেহীন আহমেদ, এফআইভিডিবি

আতাউর রহমান, জিইউপি

ডা. জাফরউল্লাহ চৌধুরী, জিকে

মারসেলিন পি. রোজারিও, আরডিআরএস

প্রফেসর রোকেয়া রহমান কবির, এসএনএসপি

জেফরি এস. পেরেরা, কারিতাস

ড. খাজা শামসুল হুদা, এডাব

সুশান্ত অধিকারী, সিসিডিবি

মুহাম্মদ আজিজুল হক, বেইস

শফিকুল এইচ. চৌধুরী, আশা

শেখ এ. হালিম, ভার্ক

আরমা দত্ত, প্রিপ ট্রাস্ট

শিক্ষার অধিকার আমাদের অঙ্গীকার

দুই দশকের পথচলায় **গণসাক্ষরতা অভিযান**

১৯৯০ – ২০১১

দুই দশকের পথচলায় গণসাক্ষরতা অভিযান

সাক্ষরতা ও শিক্ষা কার্যক্রমসম্পন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ ও নাগরিক সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক জোট গণসাক্ষরতা অভিযান।

১৯৯০ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত "সবার জন্য শিক্ষা" বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনের পরপরই শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে কর্মরত কয়েকটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সর্বপ্রথম এই ধারণা পোষণ করে যে, সরকারের একক উদ্যোগে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্ভব নয়। এজন্য দেশব্যাপী সাক্ষরতা আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। আর এই জাতীয়ভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগ। এই প্রতীতি বিবেচনা করে ১৯৯০-এর শেষ দিকে জাতীয় পর্যায়ে কর্মরত ১৫টি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সমন্বিত প্রয়াস হিসেবে গণসাক্ষরতা অভিযান আত্মপ্রকাশ করে এবং পর্যায়ক্রমে এ সংস্থাটি মৌলিক শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশে কর্মরত ১,৩০০-র অধিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সমন্বয়ক সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে সাক্ষরতা ও শিক্ষা আন্দোলনে সকল জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার উদ্যোগ নেয়।

গণসাক্ষরতা অভিযান বাংলাদেশ সরকারের সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট ১৮৬০-এর আওতায় নিবন্ধিত। এ সংস্থাটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কর্মরত উন্নয়ন সংস্থা, ইউএন এজেন্সি, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক ও প্রতিষ্ঠান যেমন- এশিয়া সাউথ প্যাসিফিক ব্যুরো অব এডাল্ট এডুকেশন (ASPBAE), ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর এডাল্ট এডুকেশন (ICAE), গ্লোবাল কল টু এ্যাকশন এগেইনস্ট পোভার্টি (G-CAP) এবং গ্লোবাল ক্যাম্পইন ফর এডুকেশন (GCE)-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ইউনেস্কো গণসাক্ষরতা অভিযানকে বাংলাদেশের মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

বর্তমানে গণসাক্ষরতা অভিযানের কাউন্সিল সদস্য ২১, সদস্য সংখ্যা ২১৩ এবং সহযোগী সংস্থার সংখ্যা ১,৩১৩টি।

শিক্ষার অধিকার আমাদের অঙ্গীকার

দুই দশকের পথচলায় **গণসাক্ষরতা অভিযান**

১৯৯০ – ২০১১

আমাদের অর্জন

- শিক্ষা নিয়ে কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক ঐক্যজোট এবং জাতীয়ভিত্তিক নেটওয়ার্ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ।
- দেশ-বিদেশে শিক্ষা বিষয়ে গ্রহণযোগ্য ফোরাম হিসেবে স্বীকৃতি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের সদস্যপদ লাভ।
- *এডুকেশন ওয়াচ* শীর্ষক গবেষণা এবং এ সংক্রান্ত রিপোর্টের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।
- মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর জন্য বিনামূল্যে বই প্রাপ্তির সুযোগ বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন।
- দেশব্যাপী এনএফই ম্যাপিং প্রণয়ন ও সংরক্ষণে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা।
- আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া ও এনজিও গ্র্যাজুয়েটদের জন্য শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ।
- শিক্ষার নতুন ইস্যু ও ক্ষেত্র নির্বাচন এবং উদাহরণযোগ্য মডেল তৈরি ও প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ।
- সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষার মডেল শিক্ষাক্রম, অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ প্রণয়ন ও এ বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থাকে সহযোগিতা প্রদান।
- প্রায় ৪০ লক্ষ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন বিরতিতে এইসব অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ বিনামূল্যে বিতরণ।
- জাতীয় শিক্ষানীতি বিষয়ে তৃণমূল পর্যায়ের জনমত সংগঠন এবং প্রদত্ত সুপারিশমালা অন্তর্ভুক্তিকরণে জোরদার লবিং।
- *এডুকেশন ওয়াচ* রিপোর্টের মাধ্যমে শিক্ষার তৃণমূল ও জাতীয় পর্যায়ের সমস্যা তুলে ধরে নীতি নির্ধারক পর্যায়ে প্রভাব বিস্তার।
- প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নীতিমালা ও কর্মকৌশল প্রণয়ন এবং প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জনার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রভাব বিস্তার।
- দেশের প্রত্যন্ত ও দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জন্য শিক্ষাদানে নমনীয় স্কুল পঞ্জিকা প্রণয়নে ভূমিকা পালন।
- তৃণমূল পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ ও অন্তত ৮ হাজার শিক্ষাকর্মীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দূর করার ক্ষেত্রে জনসচেতনতামূলক উদ্যোগ গ্রহণ।
- এনএফই পলিসি, ইসিসিডি পলিসি ও এনএফই শিক্ষাক্রম উন্নয়নে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধিতে অংশীজনদের উৎসাহিতকরণ ।
- শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সুশীল সমাজকে অর্ন্তভুক্ত করে পেশাজীবী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি।
- শিক্ষাক্ষেত্রে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (PPP)-এর সুযোগ ব্যবহারে উদ্যোগ গ্রহণ ও বিবিধ পন্থা নির্ধারণ।

শিক্ষার অধিকার আমাদের অঙ্গীকার

দুই দশকের পথচলায় গণসাক্ষরতা অভিযান

১৯৯০ – ২০১১

ভিশন

- শিক্ষিত, সৃজনশীল, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণ।

মিশন

- সবার জন্য শিক্ষার (EFA) লক্ষ্য বাস্তবায়নে কর্মরত এনজিও, গবেষক ও শিক্ষাবিদ/কর্মীদের জাতীয় ঐক্যজোট গণসাক্ষরতা অভিযান। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সবার জন্য শিক্ষার (EFA) লক্ষ্য অর্জনে কর্মরত উন্নয়ন সংস্থা, সংগঠন ও ব্যক্তির সঙ্গে নেটওয়ার্ক তৈরির মাধ্যমে টেকসই ও গণমুখী নীতি নির্ধারণ ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে এডভোকেসি ও লবিং করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।
- গণসাক্ষরতা অভিযানের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে সাক্ষরতা এবং শিক্ষা কার্যক্রম ও অন্যান্য উন্নয়ন উদ্যোগসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী কার্যক্রমসমূহ জনপ্রিয় করা।
- গণসাক্ষরতা অভিযান মানসম্মত শিক্ষা উপকরণ ও উদ্ভবনীমূলক সাক্ষরতা মডেল উন্নয়নের লক্ষ্যে সদস্য ও সহযোগী সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা উন্নয়নে সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করে।
- সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, শিক্ষাকর্মী, কর্মদল ও গণমাধ্যমসমূহের জাতীয়ভিত্তিক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার জন্য অভিযোজন ও শিখন সংস্থা হিসাবে ভূমিকা পালন করে।

উদ্দেশ্য

- সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিশেষ করে সাক্ষরতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, জেন্ডার ও পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে এনজিও, শিক্ষাকর্মী ও সুশীল সমাজের একটি জাতীয়ভিত্তিক নেটওয়ার্ক ও ঐক্যজোট স্থাপন ও বিস্তার করা।
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করা।
- শিক্ষানীতি প্রণয়ন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা কার্যক্রম/ইস্যুতে এনজিওসমূহের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকল্পে এডভোকেসি ও লবিং করা।
- প্রাক-শৈশব যত্ন ও বিকাশ, আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা, কৈশোর শিক্ষা, বয়স্ক সাক্ষরতা, অব্যাহত শিক্ষা, সমন্বিত শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, শান্তি ও মূল্যবোধ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সংগঠন ও বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা ও সক্ষমতা উন্নয়ন করা।
- নেটওয়ার্কিং কার্যক্রম, সমন্বয় ও সহায়ক সেবা প্রদান এবং কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে সরকারের আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালী করা এবং এক্ষেত্রে সম্পূরক ও পরিপূরক ভূমিকা পালন করা।

কর্মপ্রক্রিয়া

- কাউন্সিল কর্তৃক নিয়োজিত একজন নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে পিএএমসি ইউনিট, আরএমইডি ইউনিট, ইএফএপিআইডি ইউনিট ও ম্যানেজমেন্ট ইউনিট নামের ৪টি প্রোগ্রাম ইউনিট-এর মাধ্যমে গণসাক্ষরতা অভিযান পরিকল্পিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এ ছাড়াও একটি প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থাপনা কর্মদল কর্তৃক সার্বিক কর্মপ্রক্রিয়া নিশ্চিত করা হয়।

শিক্ষার অধিকার আমাদের অঙ্গীকার

দুই দশকের পথচলায় গণসাক্ষরতা অভিযান

১৯৯০ - ২০১১

মূল কার্যক্রম

পিএএমসি ইউনিট

- শিক্ষার বিভিন্ন ইস্যুতে পলিসি এডভোকেসি ও লবিং।
- সবার জন্য শিক্ষা ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমালা অর্জনে মিডিয়া এডভোকেসি আয়োজন।
- প্রচারণা ও এডভোকেসির লক্ষ্যে শ্রুতি-দর্শন উপকরণ উন্নয়ন।
- সহযোগী সংস্থা কর্তৃক উন্নীত শিক্ষা উপকরণ বিস্তরণে সহায়তা প্রদান।
- একীভূত শিক্ষা (Inclusive Education) বিস্তারে বিভিন্ন পর্যায়ে সহায়ক ভূমিকা পালন।
- সহযোগী সংস্থাসমূহের এডভোকেসি/কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- সরকার, এনজিও, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সুশীল সমাজের যৌথ সহযোগিতা বৃদ্ধি।
- গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস/সপ্তাহ/কর্মসূচি উদ্‌যাপন করা।
- দেশের শিক্ষা, সাক্ষরতা ও উন্নয়ন চিত্রের প্রতিফলনে মাসিক *সাক্ষরতা বুলেটিন* প্রকাশ।

আরএমইডি ইউনিট

- নীতি নির্ধারণীমূলক গবেষণা (যেমন- এডুকেশন ওয়াচ) পরিচালনা।
- শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিষয়ে উদ্ভাবনী মডেল সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিস্তরণ।
- শিক্ষায় অর্থায়ন (বৈদেশিক অনুদান ও বাজেট) বিশ্লেষণ।
- প্রাথমিক শিক্ষার সেক্টরভিত্তিক এপ্রোচ (SWAP) কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও এডভোকেসি।
- অভিযান-এর সদস্য ও আন্তঃসম্পর্ক ব্যবস্থাপনা।
- শিক্ষক সংগঠন প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও প্রশিক্ষণ আয়োজন।
- বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার এমআইএস ও মানচিত্রায়ন (Mapping)।
- শিক্ষা বিষয়ক রিসোর্স সেন্টার পরিচালনা ও তথ্য বিস্তরণ।
- তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং আইসিটিভিত্তিক অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনা।

দুই দশকের পথচলায় গণসাক্ষরতা অভিযান

১৯৯০ – ২০১১

মূল কার্যক্রম

ইএফএ-পিআইডি ইউনিট

- এনজিও এবং অন্যান্য অংশীজনদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ।
- শিক্ষা বিষয়ক উদ্ভাবনী ও দৃষ্টান্তস্থাপনকারী কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- অব্যাহত শিক্ষা, প্রাক-শৈশব যত্ন ও বিকাশ, পরিবেশ শিক্ষা, শান্তি ও মূল্যবোধ শিক্ষা, জেন্ডার সমতা, শিক্ষায় সুশাসন ইত্যাদির ধারণা বিস্তরণ।
- জনগণের অংশগ্রহণে অব্যাহত শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় ফলিত গবেষণা।
- শিক্ষার বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক সেমিনার, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ আয়োজন।
- মডেল শিক্ষাক্রম, শিক্ষা উপকরণ, ম্যানুয়াল ইত্যাদি উন্নয়ন, প্রকাশ ও বিতরণ।
- জাতীয় ও কমিউনিটি পর্যায়ে ধারণা, অভিজ্ঞতা ও অভিনব উদ্যোগ সম্পর্কিত তথ্য বিস্তরণ।
- সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে জুনিয়র সেকেন্ডারি এডুকেশন (JSC) পরীক্ষামূলক বাস্তবায়ন।

ম্যানেজমেন্ট ইউনিট

- কার্যালয় পরিচালনার জন্য সম্ভাব্য সকল বিষয়ের দৈনন্দিন তত্ত্বাবধান।
- মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা।
- অর্থ সম্পদ ব্যবস্থাপনা।
- আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দলিলপত্রাদি সংরক্ষণ।
- বিভিন্ন কার্যক্রম সমাধা করতে যাবতীয় বস্তুগত সহায়তার ব্যবস্থাপনা।
- প্রশিক্ষণ সুবিধাসমূহের ব্যবস্থাপনা।
- স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পাদন।
- গণসাক্ষরতা অভিযান ও অন্যান্য সংগঠনের সার্বিক যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা দান।
- সকল ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালনায় বিভিন্ন অফিস উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

শিক্ষার অধিকার আমাদের অঙ্গীকার

দুই দশকের পথচলায় **গণসাক্ষরতা অভিযান**

১৯৯০ - ২০১১

ভবিষ্যৎ ভাবনা

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম জাতি গঠনে প্রয়োজন "সবার জন্য শিক্ষা" কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার মান উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন। গণসাক্ষরতা অভিযান আশা করে, নতুন শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষায় অভিগম্যতা, সমতা, ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষাক্রমের পুনর্বিন্যাসসহ সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রযুক্তিনির্ভর করে গড়ে তোলা হবে। একই সঙ্গে সবার জন্য শিক্ষার (EFA) ৬টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল গ্রহণ ও কর্মসূচিভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করে সকল সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণী বিশেষ করে আদিবাসী, প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য অন্ত্যজ ও প্রত্যন্ত জনপদে শিক্ষার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযানের এডভোকেসি ও লবিংসহ যাবতীয় গবেষণা উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে এবং তা বেগবান করা হবে।

২০১৫ সালের মধ্যে দেশের অধিকাংশ মানুষকে সাক্ষর করার পাশাপাশি দক্ষ মানবসম্পদ বিনির্মাণে প্রয়োজন কৈশোর শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা ও অব্যাহত শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ। জীবনব্যাপী শিক্ষার আওতায় দক্ষ মানবসম্পদ বিনির্মাণের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনও হবে আগামী দিনের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং নাগরিক সংগঠনসমূহের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গণসাক্ষরতা অভিযান প্রয়োজনীয় সচেতনতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা-বিকাশী উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং সারা দেশে এজন্য ব্যাপক জনসংযোগ অব্যাহত থাকবে।

শিক্ষায় বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষা কার্যক্রমে সুশাসন ও স্বচ্ছতা বিধান বর্তমান সময়ের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এ লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত শিক্ষা নিয়ে কর্মরত নেটওয়ার্ক ও এনজিওসমূহের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে উন্নয়নমুখী কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করবে।

কোনো একক শক্তির পক্ষে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন শিক্ষাবিদ, গবেষক, গণমাধ্যমসহ সকল পেশাজীবী মানুষের যুগপৎ অংশগ্রহণ। এ ধরনের যৌথ প্রয়াস সংগঠন ও সম্প্রসারণে গণসাক্ষরতা অভিযান সর্বদাই তৎপর থাকবে।

দুই দশকের পথচলায় গণসাক্ষরতা অভিযান
১৯৯০ – ২০১১

বিশিষ্টজনরা যা বলেন

বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের শিক্ষার জন্য গণসাক্ষরতা অভিযান-এর আন্দোলন ও অগ্রযাত্রায় আমিও একজন অংশীদার হিসেবে গর্ববোধ করি। এ সংগঠনের শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম বিশেষ করে শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণী গবেষণা *এডুকেশন ওয়াচ* এ অঞ্চলের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে বলে আমি মনে করি। বিশ বছর পূর্তির এ শুভক্ষণে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে মোবারকবাদ জানাই।

কাজী ফজলুর রহমান
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও
চেয়ারপার্সন, এডুকেশন ওয়াচ

শিক্ষা অন্যতম মানবাধিকার হিসেবে বিবেচিত। আমি দেখেছি এ অধিকার আদায়ের সংগ্রামে গণসাক্ষরতা অভিযান সফলভাবে দায়িত্ব পালন করছে। শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়নে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সার্বিক সহযোগিতাও প্রশংসার দাবিদার। এ ছাড়াও শিক্ষাবিষয়ক নীতি নির্ধারণী গবেষণা ও গবেষণালব্ধ ফলাফল নিয়ে এডভোকেসি উদ্যোগ গ্রহণ এবং সহযোগী সংগঠনসমূহের সক্ষমতা বিকাশে এ সংগঠন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে বলে আমি মনে করি। বিশ বিছর পূর্তির এ শুভলগ্নে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই।

ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ
কো-চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ও
চেয়ারম্যান, গভর্নিং কাউন্সিল, ঢাকা স্কুল অব ইকনোমিকস

দুই দশকের পথচলায় গণসাক্ষরতা অভিযান

১৯৯০ - ২০১১

বিশিষ্টজনরা যা বলেন

দেশের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে মৌলিক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা এবং যুগপৎভাবে তাদের দেশজ সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত করার লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গণসাক্ষরতা অভিযান। খুবই আনন্দের বিষয় যে, আজ দু'দশক পেরিয়েও এই সংগঠন সেই ব্রতে নিবেদিত আছে এবং তার সাফল্যের কাহিনী অনেক ক্ষুদ্র সংস্থা ও জনগোষ্ঠীকে অনুপ্রাণিত করেছে। সূচনালগ্ন থেকেই এ প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে আমার অন্তরের যোগ রয়েছে। একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন মুক্তমনা সমাজ নির্মাণে এই সংগঠন অর্থবহ ভূমিকা রাখছে এবং ভবিষ্যতেও রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। গণসাক্ষরতা অভিযানের দুই দশক পূর্তিতে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

আনিসুজ্জামান
এমিরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষা আমাদের সাংবিধানিক অধিকার। এ অধিকার অর্জনের জন্য আমাদেরকে অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে। পিছিয়ে পড়া মানুষ, আদিবাসী জনগোষ্ঠীসহ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের শিক্ষার এ সংগ্রামে গণসাক্ষরতা অভিযান অনন্য ভূমিকা পালন করছে বলে আমি মনে করি। আমি এ প্রতিষ্ঠানের সফলতা কামনা করি।

সেলিনা হোসেন
কথা সাহিত্যিক ও
কমিশনার, মানবাধিকার কমিশন

দুই দশকের পথচলায় গণসাক্ষরতা অভিযান

১৯৯০ – ২০১১

বিশিষ্টজনরা যা বলেন

দেশের সকল মানুষের জন্য সাক্ষরতা ও শিক্ষা অপরিহার্য। সাক্ষরতা দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে মানুষ সচেতন হয় এবং অবাধ তথ্যপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জ্ঞান ও দক্ষতাকে বিকশিত করার অধিকার অর্জন করে। আমার জানা মতে গণসাক্ষরতা অভিযান উপর্যুক্ত লক্ষ্যে নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। বিশেষ করে শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন ও বিতরণের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। গণসাক্ষরতা অভিযানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম
তথ্য কমিশনার
বাংলাদেশ তথ্য কমিশন

আদিবাসীদের জন্য চাই মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার। এ অধিকার আদায়ে কাজ করছে গণসাক্ষরতা অভিযান। এ পদযাত্রায় আমরাও সামিল হতে পেরে গৌরবান্বিত মনে করছি। আমাদের এ যৌথ-প্রয়াস ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে আশা করি।

অধ্যাপক মেসবাহ কামাল
মহাসচিব
আদিবাসী বিষয়ক জাতীয় কোয়ালিশন (NCIP)

শিক্ষার অধিকার আমাদের অঙ্গীকার

দুই দশকের পথচলায় **গণসাক্ষরতা অভিযান**

১৯৯০ – ২০১১

বিশিষ্টজনরা যা বলেন

আমাদের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়তে হলে সবার জন্য শিক্ষা প্রয়োজন। সব মানুষকে লেখাপড়া শেখানো বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য শিক্ষা প্রসারে গণসাক্ষরতা অভিযান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আশা করি, বাংলাদেশে একটি শিক্ষিত, সংস্কৃতিমনা, অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণে এ প্রতিষ্ঠানের ব্রত অব্যাহত থাকবে। ২০ বছর পূর্তিতে এ প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই অভিনন্দন।

ফেরদৌসী মজুমদার
বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব

এ দেশে সকল মানুষের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সমাজের যৌথ অংশগ্রহণ প্রয়োজন। গণসাক্ষরতা অভিযান সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের বিশেষ করে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে বলে আমি মনে করি।
আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশের সব মানুষ সাক্ষরতা অর্জন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।
গণসাক্ষরতা অভিযান-এর জন্য থাকল শুভকামনা।

জুয়েল আইচ
বিখ্যাত যাদুশিল্পী

দুই দশকের পথচলায় গণসাক্ষরতা অভিযান

১৯৯০ – ২০১১

বিশিষ্টজনরা যা বলেন

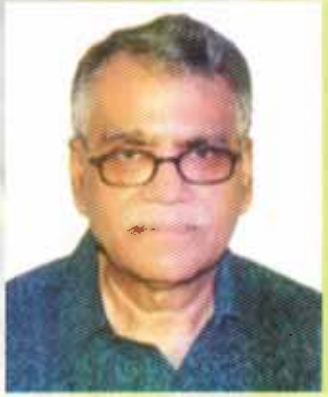

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নে যৌথ প্রয়াসের গুরুত্ব অপরিসীম। এ গুরুত্ব উপলব্ধি করে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নে গণসাক্ষরতা অভিযান বহুবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। শিক্ষা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও বিস্তরণে বেসরকারি উদ্যোগ হিসেবে অভিযান-এর ভূমিকা প্রশংসনীয়। এ সংগঠনটির নেতৃত্বে যারা আছেন এবং যারা এর সহযোগী হিসেবে মাঠে-ময়দানে শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করছেন তাদের নিষ্ঠা ও কর্মোদ্যোগ এ প্রতিষ্ঠানটিকে ইতোমধ্যেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি নেতৃস্থানীয় সংগঠনে পরিণত করেছে। আমি অভিযানের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমদ
চীফ কোঅর্ডিনেটর
ন্যাশনাল ফ্রন্ট অব টিচার্স এন্ড এমপ্লয়ীজ (এনএফটিই), বাংলাদেশ

আজকের শিশু আগামী দিনের নাগরিক। সুনাগরিক বিনির্মাণের লক্ষ্যে মানসম্মত শিক্ষার বিস্তারে গণসাক্ষরতা অভিযান অনবদ্য ভূমিকা পালন করছে বলে আমার ধারণা। শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আরও সুবিস্তৃত হবে বলে আমি আশা রাখি।
গণসাক্ষরতা অভিযান-এর প্রতি রইল আমার শুভকামনা।

মোঃ নূরুল আলম
প্রধান শিক্ষক, শিবরাম আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা

Felicitation

Education is the foundation for human development in any community. As a coalition of Civil Society organizations, CAMPE has done quite well and contributed to the improvement of basic education sub-sector in terms of improving the access, equity and quality of education in Bangladesh. EKN feels proud to be associated with CAMPE through supporting the forum since 2002 and hope to continue the partnership in future. We recognise CAMPE's contribution in the last 20 years and wish it all success and a glorious future.

Theo Oltheten
First Secretary, Education
Embassy of the Kingdom of Netherlands (EKN)

Education and Skills Development are prerequisites for sustainable poverty alleviation. In this regard, CAMPE has been playing a significant role for the last two decades in Bangladesh, specially contributing to achieve the EFA goals. Recognizing CAMPE's strategic role to advocate for quality and access on one hand, and on the other to link practice with policy development, SDC has been supporting CAMPE since 1999 and hopes to continue in the future. We congratulate CAMPE on its 20th Anniversary and wish it continuing success.

Tahsinah Ahmed
Programme Manager, Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
Embassy of Switzerland

Felicitation

Congratulations to Campaign for Popular Education (CAMPE) on its 20 years of successful campaign and advocacy in education. CAMPE is well known to education campaigners particularly to the members of the Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education (ASPBAE) and the Global Campaign for Education (GCE) as an effective and highly credible network on Education for All (EFA). CAMPE has inspired many who champion the right to education of all citizens. We are proud to have CAMPE as our member.
We wish CAMPE, its members and staff all the best.
Congratulations once again.

Maria Lourdes Almazan Khan
Secretary General, ASPBAE

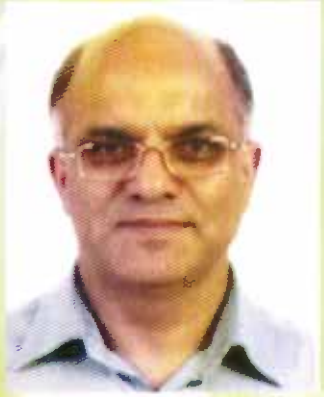

On the occasion of its 20th Anniversary, it is my pleasure to note CAMPE's valuable contribution towards the realisation of right to education of all Children in Bangladesh. As disparity in education is a growing concern, I particularly appreciate CAMPE's focus on equity in education.
UNICEF and CAMPE have been close strategic partners over the past 20 years and I look forward to continued partnership to ensure quality basic education in Child-friendly Environment for all children in Bangladesh.
I wish every success to CAMPE for the achievement of its vision of "an educated, creative, democratic, secular, humanitarian and poverty-free Bangladesh."

Nabendra Dahal
Chief, Education
UNICEF Bangladesh

Felicitation

We are happy to work with CAMPE which is one of the strong driving forces for achieving Education for All in Bangladesh. We look forward to further collaboration and partnership with CAMPE and key partners for promoting lifelong learning towards a learning society. We wish a great success in the celebration of CAMPE's 20 years' journey and beyond.

Kiichi Oyasu
Programme Specialist
UNESCO Dhaka

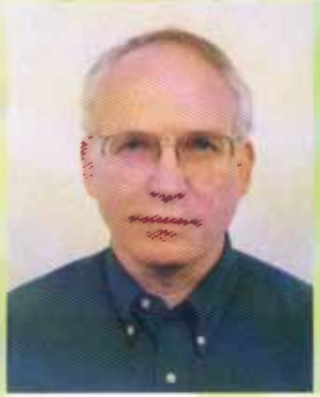

I have known CAMPE from its birth twenty years ago and have seen it grow from a small organisation with lofty goals to a national platform providing a voice for all NGOs working in education in Bangladesh. CAMPE has grown from a grassroots group to a national forum with a strategic focus. At the same time, it has maintained its links with education NGOs from small community groups to those with work at the national level. Through Education Watch and many other initiatives, CAMPE has built a reputation as an organisation that advocates for principles and goals, using facts and figures and basing all its work on the reality in the field. It is recognised as a powerful and reliable voice in Bangladesh, in the region and globally. I am privileged to congratulate CAMPE and all its staff on the completion of twenty years' valuable service to Bangladesh and we all look forward to another twenty years and beyond!

James Jennings
Regional Education Advisor (South Asia)
Australian Agency for International Development

শিক্ষার অধিকার আমাদের অঙ্গীকার

দুই দশকের পথচলায় গণসাক্ষরতা অভিযান

১৯৯০ – ২০১০

আমাদের পথ চলার সাথী: গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সদস্য

- অনুভব
- অন্তরঙ্গ সমাজ কল্যাণ সংস্থা (এএসকেএস)
- অর্গানাইজেশন ফর দি পুওর কমিউনিটি এডভান্সমেন্ট
- অর্গানাইজেশন ফর সোসাল এডভান্সমেন্ট (ওএসএ)
- আত্মনির্ভরশীল সমাজ কল্যাণ সংস্থা (এএসকেএস)
- আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস)
- আন্ডারপ্রিভিলেজড্ চিলড্রেন এডুকেশনাল প্রোগ্রামস- (ইউসেপ)
- আরডিআরএস
- আরমা দত্ত
- আলো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা
- আশ্রয় ফাউন্ডেশন
- আশ্রয়, রাজশাহী
- আশার আলো সংস্থা (এসএএস)
- উন্নয়ন সহযোগী টীম (ইউএসটি)
- ইউএসসি কানাডা-বাংলাদেশ (ইউএসসিসিবি)
- ইউকে-বাংলাদেশ এডুকেশন ট্রাস্ট (ইউকেবিইটি)
- ইন সার্চ অফ লাইট (অইএসওএল)
- ইন্টারভিডা বাংলাদেশ
- ইন্টিগ্রেডেট রুরাল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (আইআরডিসি)
- ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট এফেয়ার্স (আইডিইএ)
- ইন্টিগ্রেটেড সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট এফোর্ট (আইএসডিই)
- ইমপ্যাক্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
- উদয়ন্ধুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)
- উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা (ইউএসএস)
- উন্নয়ন প্রচেষ্টা (ইউপি)
- উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (ইউএসএস)
- একতা
- এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট এন্ড সার্ভিস (ইডিএএস)
- এফআইভিডিবি
- এ্যাক্টিভিটি ফর রিফরমেশন অব বেসিক নিডস্ (আরবান)
- এ্যাকশন ইন ডেভেলপমেন্ট (এইড)
- এ্যাকশনএইড-বাংলাদেশ
- এ্যাকসেস টুওয়ার্ড লাইভলিহুড এন্ড ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (এএলডব্লিউও)
- এ্যাডভান্সমেন্ট অফ রুরাল পিপল অর্গানাইজেশন ফর নিডি (অরপন)
- এ্যাসোসিয়েশন ফর ভলান্টারি অর্গানাইজেশন (এভিও)

শিক্ষার অধিকার আমাদের অঙ্গীকার

দুই দশকের পথচলায় গণসাক্ষরতা অভিযান

১৯৯৩ – ২০১১

- এ্যাসোসিয়েশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড স্টাডিজ (এআরডিএস)
- এলায়েন্স ফর কো-অপারেশন এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ (এসিএলএবি)
- সার্ভিস সিভিল ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (এসসিআই-বি)
- এসোসিয়েশন ফর ইন্টিগ্রেটেড সোসিও-ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট ফর আন্ডার প্রিভিলেজড পিপল (এসডাপ)
- এসোসিয়েশন ফর উমেন এমপাওয়ারমেন্ট এন্ড চাইল্ড রাইটস (এওয়াক)
- এসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (এসিডি)
- এসোসিয়েশন ফর রিয়ালাইজেশন অব বেসিক নিডস (আরবান)
- এসোসিয়েশন ফর সোসিও-ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট (এসেড)
- ওমেন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম
- ওয়ার্ল্ড কনসার্ন-বাংলাদেশ
- ওয়ার্ল্ড ভিশন অফ বাংলাদেশ
- ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ফর রুরাল পিপল (ডব্লিউএআরপি)
- কনসার্ন ফর এনভায়রনমেন্টাল ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ (সিইডিএআর)
- কনসার্ন বাংলাদেশ
- কনশাসনেস রেইজিং সেন্টার (সিআরসি)
- কমিউনিটি এসোসিয়েশন ফর ইনটিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস (কাইডস)
- কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ)
- কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (কোডেক)
- কমিউনিটি সার্ভিস সেন্টার (সিএসসি)
- কমিটমেন্ট ফর এডভান্সড লার্নিং সোসাইটি (ক্যালস)
- ক্যাটালিস্ট
- কামারখন্দ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (কেপিইউএস)
- কারক সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি
- কারাপাড়া নারী কল্যাণ সংস্থা (কেএনকেএস)
- কারিতাস বাংলাদেশ
- কেয়ার বাংলাদেশ
- কেয়ারিং গ্লোরী
- কো-অপারেশন ইন ডেভেলপমেন্ট
- কোকদণ্ডী নারী উন্নয়ন সমিতি (কেএনইউএস)
- কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ফর ওমেন (সিডিওডব্লিউ)
- খলিফা ফাউন্ডেশন (কেএফ)
- গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা (জিইউপি)
- গণ কল্যাণ কেন্দ্র (জিকেকে)
- গণ কল্যাণ সংস্থা (জিকেএস)
- গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র (জিকে)
- গণসাহায্য সংস্থা (জিএসএস)

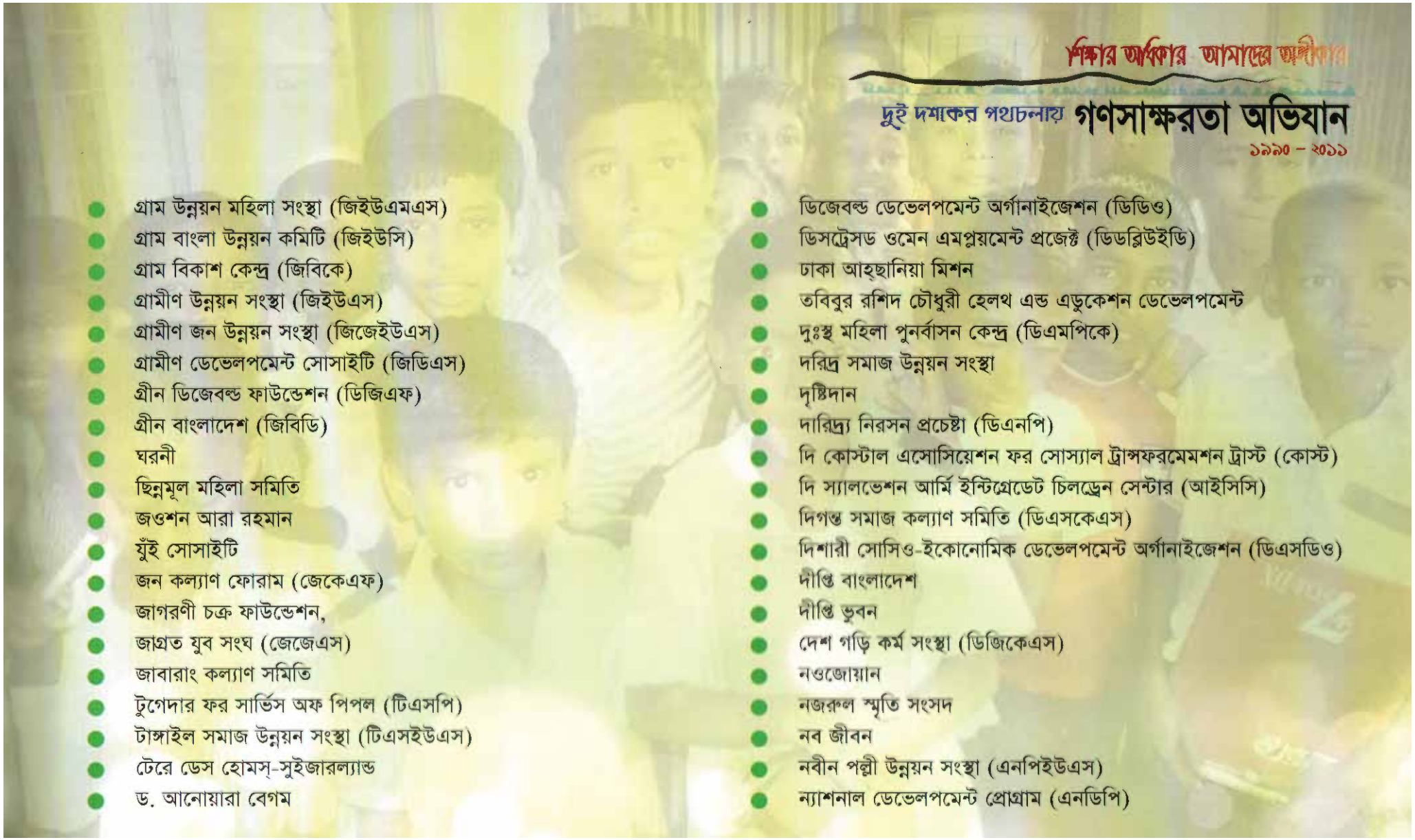

- গ্রাম উন্নয়ন মহিলা সংস্থা (জিইউএমএস)
- গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটি (জিইউসি)
- গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)
- গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা (জিইউএস)
- গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস)
- গ্রামীণ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (জিডিএস)
- গ্রীন ডিজেবল্ড ফাউন্ডেশন (ডিজিএফ)
- গ্রীন বাংলাদেশ (জিবিডি)
- ঘরনী
- ছিন্নমূল মহিলা সমিতি
- জওশন আরা রহমান
- যুঁই সোসাইটি
- জন কল্যাণ ফোরাম (জেকেএফ)
- জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন,
- জাগ্রত যুব সংঘ (জেজেএস)
- জাবারাং কল্যাণ সমিতি
- টুগেদার ফর সার্ভিস অফ পিপল (টিএসপি)
- টাঙ্গাইল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (টিএসইউএস)
- টেরে ডেস হোমস্-সুইজারল্যান্ড
- ড. আনোয়ারা বেগম
- ডিজেবল্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিডিও)
- ডিসট্রেসড ওমেন এমপ্লয়মেন্ট প্রজেক্ট (ডিডব্লিউইডি)
- ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
- তবিবুর রশিদ চৌধুরী হেলথ এন্ড এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট
- দুঃস্থ মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্র (ডিএমপিকে)
- দরিদ্র সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
- দৃষ্টিদান
- দারিদ্র্য নিরসন প্রচেষ্টা (ডিএনপি)
- দি কোস্টাল এসোসিয়েশন ফর সোস্যাল ট্রান্সফরমেমশন ট্রাস্ট (কোস্ট)
- দি স্যালভেশন আর্মি ইন্টিগ্রেটেড চিলড্রেন সেন্টার (আইসিসি)
- দিগন্ত সমাজ কল্যাণ সমিতি (ডিএসকেএস)
- দিশারী সোসিও-ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিএসডিও)
- দীপ্তি বাংলাদেশ
- দীপ্তি ভুবন
- দেশ গড়ি কর্ম সংস্থা (ডিজিকেএস)
- নওজোয়ান
- নজরুল স্মৃতি সংসদ
- নব জীবন
- নবীন পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (এনপিইউএস)
- ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)

শিক্ষার অধিকার আমাদের অঙ্গীকার

দুই দশকের পথচলায় **গণসাক্ষরতা অভিযান**

১৯৯১ – ২০১১

- নারাচো দুঃস্থ নারী কল্যাণ সমিতি
- নিউ লাইফ ফাউন্ডেশন অফ বাংলাদেশ (এনএলএফ)
- নিজেরা শিখি
- নিষ্কৃতি
- পপি
- প্রকাশ বাংলাদেশ
- প্রগতি সংস্থা
- প্রত্যয়
- প্রত্যাশা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা (পিএসইউএস)
- প্রত্যাশা
- প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (পিইউএস)
- প্রশিকা
- প্রশিক্ষিত যুব কল্যাণ সংস্থা
- পল্লী প্রগতি সংসদ (পিপিএস)
- পল্লী বিকাশ কেন্দ্র (পিবিকে)
- পল্লী মঙ্গল কেন্দ্র (পিএমকে)
- পল্লী রক্ষা সংস্থা (পিএআরএএস)
- পল্লী সাহিত্য সংস্থা (পিএএসএস)
- পুষ্প
- প্ল্যান বাংলাদেশ
- পায়াক্ট বাংলাদেশ
- পার্টিসিপেটরি এডভান্সমেন্ট সোস্যাল সার্ভিস (পিএএসএস)
- পিপলস ইন্টিজার প্রোগ্রেসিভ এসোসিয়েশন ফর সোস্যাল এ্যাক্টিভিটিস (পিপাসা)
- পিরোজপুর গণ উন্নয়ন সমিতি (পিজিইউএস)
- পোভার্টি এ্যালিভিয়েশন অর্গানাইজেশন
- বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন (বিকেএফ)
- বন্ধন সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
- বর্ণমালা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা
- বরেন্দ্র ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (বিডিও)
- বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিস (বিজ)
- বাংলাদেশ এডুকেশন এন্ড রিসোর্স নেটওয়ার্ক (বার্ন)
- বিএলইএলসি-ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
- বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস সেন্টার (বিডিএসসি)
- বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট থ্রু ভলান্টারি এন্টারপ্রাইজ
- বাংলাদেশ লুথারান মিশন-ফিনিস (বিএলএম-এফ)
- বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (বিসিডিপি)
- বাংলাদেশ সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট একাডেমী (বিএসডিএ)
- বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি এডুকেশন (বেইস)
- বিকল্প উন্নয়ন কর্মসূচি (বিইউকে)
- বেসিক ডেভেলপমেন্ট পার্টনারস (বিডিপি)
- বুরো বাংলাদেশ
- ব্র্যাক
- ভলান্টারি এসোসিয়েশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (ভার্ড)
- ভলান্টারি পরিবার কল্যাণ এসোসিয়েশন (ভিপিকেএ)
- ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)
- মুক্তি নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা (এমএনএসইউএস)
- মহিলা উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এমইউএফ)

দুই দশকের পথচলায় গণসাক্ষরতা অভিযান

১৯৯০ – ২০১১

- মাদারস ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এমডিএস)
- মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মাউক)
- মানব কল্যাণ সংস্থা
- মাহালি আদিবাসী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা (মাসাউস)
- মিতালী সংঘ (এমএস)
- যুব সমাজের আলো (জেএসএ)
- রুপালী আদর্শ দুঃস্থ মহিলা কল্যাণ সংস্থা
- রুরাল অর্গানাইজেশন ফর ভলান্টারি এ্যাক্টিভিটিজ (রোভা ফাউন্ডেশন)
- রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (আরডিপি)
- রুরাল ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস (আরডিএস)
- রুরাল ফ্রেইন্ডস সোসাইটি (আরএফএস)
- রুরাল ভিশন (আরভি)
- রাসিন
- রিলায়েন্ট ওমেন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (আরডব্লিউডিও)
- রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন এন্ড সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (রিসডা বাংলাদেশ)
- শ্রমজীবী উন্নয়ন সংস্থা (এসইউএস)
- শহীদ সেবা সংস্থা (এসএসএস)
- শাপলা নীড়
- শিশু নিলয়
- শিশু পল্লী প্লাস (এসপিপি)
- শিশু বিকাশ ছায়া
- শিলাইদহ রবীন্দ্র সংসদ (এসআরএস)
- সংযোগ
- সংহিতা গ্রামীণ কর্মসূচি (সংগ্রাম)
- সলিডারিটি
- সূচনা সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এসএসডিও)
- সততা উন্নয়ন সমিতি (এসইউএস)
- স্পীড ট্রাস্ট
- স্বনির্ভর বাংলদেশ
- স্বাবলম্বী উন্নয়ন সংস্থা (এসইউএস)
- স্মরণী
- সুশীলন
- সাইটসেভার্স ইন্টারন্যাশনাল
- সাউথ এশিয়া পার্টনারশিপ বাংলদেশ (স্যাপ-বি)
- সাঁকো ডেভেলপমেন্ট সেন্টার
- সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা (এসইউইএস)
- সাথী
- সাথী এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশন (সাথী)
- সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা
- সামাজিক ও উন্নয়ন সেবা কেন্দ্র
- সামাজিক কল্যাণ সংস্থা (এসকেএস)
- সাসটেইন
- সাহেবনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থা (এসএসকেএস)

দুই দশকের পথচলায় গণসাক্ষরতা অভিযান

১৯৯৩ - ২০১১

- সিরাজগঞ্জ ফ্লাড ফোরাম (এসএফএফ)
- সিসিডিবি
- সীমান্তিক
- সেতু রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসআরডিএস)
- সেতু
- সেন্টার অন সোসিও-ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট (কোসেড)
- সেন্টার ফর মাস এডুকেশন ইন সায়েন্স (সিএমইএস)
- সেভ আওয়ার লাইফ (এসওএল)
- সেভ দ্য চিলড্রেন ফান্ড-ইউকে
- সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন-ডেনমার্ক
- সেভ দ্য চিলড্রেন-ইউএসএ
- সেলফ-হেলপ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম (এসএইচএআরপি)
- সেলফ-হেলপ এসোসিয়েশন ফর রুরাল পিপল থ্রু এডুকেশন এন্ড এন্টারপ্রেনারশিপ (এসএইচআরইই)
- সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন (এসবিএফ)
- সোনালী কল্যাণ সংঘ (এসকেএস)
- সোসিও-ইকোনোমিক হেলথ এডুকেশন অর্গানাইজেশন (এসইএইচইও)
- সোসাইটি ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড ফেমিলিজ (এসইউএফ)
- সোস্যাল এন্ড এনভায়রনমেন্ট ডেভেলপমেন্ট এলায়েন্স (সিডা)
- সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এসওডিইপি)
- সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস (এসডিএস)
- সোসাইটি এক্সহর্ট রিলেশন এন্ড ভোকেশনাল এডুকেশন (সার্ভ)
- সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এসডিসি)
- সোসাইটি ফর আরবান এন্ড রুরাল হিউম্যান ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট (এসইউআরএইচআইডি)
- সোসিও আপলিফটমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসইউএফ)
- সোসিও-ইকোনোমিক এন্ড রুরাল এডভান্সমেন্ট এ্যাসোসিয়েশন (এসইআরএএ)
- সোসিও-ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট এলায়েন্স (সিডা)
- হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড (এইচএফডব্লিউ)
- হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এইচডিওটি)
- হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস সোসাইটি (এইচডিএসএস)
- হিউম্যান হেলপ সোসাইটি (এইচএইচএস)
- হোপ
- হোমল্যান্ড এসোসিয়েশন ফর সোস্যাল এমপাওয়ারমেন্ট (হাসি)

শিক্ষার অধিকার আমাদের অঙ্গীকার

দুই দশকের পথচলায় **গণসাক্ষরতা অভিযান**

১৯৯০ – ২০১১

Our friends and allies
Who have been constantly with us
in all our efforts
throughout the years.
Hope, we'll stand together in future too.

Ministry of Education (MoE)
Ministry of Primary and Mass Education (MoPME)
Ministry of Women and Children Affairs (MoWCA)
Ministry of Environment and Forest (MoEF)
Embassy of the Kingdom of the Netherlands (EKN)
Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
Oxfam-Novib

CAMPAIGN FOR POPULAR EDUCATION (CAMPE)
5/14, Humayun Road, Mohammadpur, Dhaka-1207
Phone: PABX - 8115769, 9130427, 8142024, 8155031-2
Fax·: 880-2-8118342
e-mail: info@campebd.org, website: www.campebd.org

দুই দশক পূর্তি উৎসব আয়োজনে যাদের সহায়তা পেয়েছি

- ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ
- ইস্টল্যান্ড ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিঃ
- হক এন্টারপ্রাইজ
- হারুন স্টোর
- মজিদ স্টোর
- শামীম স্টোর

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর দুই দশক পূর্তিতে

জানাই অভিনন্দন

মানসম্মত মুদ্রণই আমাদের অঙ্গীকার।

এভারগ্রীন
প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং

অফিস : সজন টাওয়ার-২, রুম # ১০৫/এ, ৩ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৬৮০৩০, ৯৫৬৮৬১৯, ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৫৬৮০৩০
ই-মেইল: evergreenpnp@yahoo.com, evergreenpnp@gmail.com

nahid

আমরা ৩০ বছর ধরে সাফল্যের সাথে কাজ করে আসছি।
ভবিষ্যতে আরো সফলতার সঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার করছি।

গণসাক্ষরতা অভিযান -এর
২০তম বর্ষপূর্তিতে আমাদের অভিনন্দন

আগামী প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোং
২৭ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫

ফোনঃ ৮৬১২৮১৯
ই-মেইল: agami.printers@gmail.com
agami_printers@yahoo.com

ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের শীর্ষ ব্রোকারেজ হাউজ

প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীগণের পাশাপাশি ব্যক্তি বিনিয়োগকারীগণের
পক্ষেও সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় করে আসছে।
আমাদের রয়েছে অত্যন্ত দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল,
দ্রুত, স্বচ্ছ ও সর্বোত্তম সেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য,
শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ে যে কোনো ধরনের সেবা দিতে আমরা সদা প্রস্তুত।

আইএসটিসিএল

ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীগণের একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্রোকারেজ হাউজ

আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিঃ

(আইসিবি'র একটি সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান)
৮, ডিআইটি এভিনিউ (১৪ তলা) ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৯৫৫৯৯৫৯, ৭১৬০৩১০, ৯১৬০৩১৩

আপনি কি আয়কর সুবিধাসহ ও বছরান্তে নিশ্চিত
মুনাফা সম্বলিত কোনো বিনিয়োগ মাধ্যম খুঁজছেন?

তাহলে আজই-

আইসিবি এএমসিএল ইউনিট
ও
আইসিবি এএমসিএল পেনশন হোল্ডারসইউনিট সার্টিফিকেট কিনুন।

ফান্ডসমূহের ট্রাস্টি ও হেফাজতকারী	:	**ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)**
উদ্যোক্তা	:	আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ
সম্পদ ব্যবস্থাপক	:	আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লিঃ

বিস্তারিত তথ্যের জন্য সম্পদ ব্যবস্থাপক এবং আইসিবি'র শাখা কার্যালয়সমূহে যোগাযোগ করুন।

আইসিবি এএমসিএল-এর ব্যবস্থাধীনে পরিচালিত অন্যান্য মিউচ্যুয়াল ফান্ডসমূহ :

আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড
আইসিবি এএমসিএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড
আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড
আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড
প্রাইম ফিন্যান্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড
আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড
আইসিবি এমপস্নয়ীজ প্রভিডেন্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান : স্কীম ওয়ান
প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি এএমসিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড
ফিনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড
আইসিবি এএমসিএল থার্ড এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড
আইএফআইএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড-১

আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লিঃ

(আইসিবি'র একটি সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান)
৮, রাউক এভিনিউ (লেভেল-১৭), ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৭১৬০৩০৩ (অটোহান্টিং), ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৯৫৭০১৭৬, ওয়েব : www.icbamcl.com.bd

We provide the following services with confidence

- Issue Management
- Portfolio Management / Investor's Scheme with loan facility
- Underwriting
- Corporate Advisory Services

ICB CAPITAL MANAGEMENT LIMITED

(A SUBSIDIARY OF ICB)

8, RAJUK AVENUE (LEVEL # 16th), DHAKA-1000

PABX : 7160326-7, FAX : 9555707

you feel
we deal

Amantex

www.amangroupbd.com

New Zealand Dairy
এক গ্লাস নিউজিল্যান্ড
FARMLAND
GOLD
INSTANT FULL CREAM MILK POWDER
Minerals
বিশুদ্ধ বাতাস, নির্মল পানি আর সবুজ ঘাসের দেশ নিউজিল্যান্ড থেকে বাংলাদেশে এলো উন্নত জাতের গরুর দুধ থেকে তৈরি ইন্সট্যান্ট ফুলক্রীম মিল্ক পাউডার ফার্মল্যান্ড গোল্ড। এতে আছে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও মিনারেল, যা দেশের প্রতিটি পরিবারে দুদের পরিপূর্ণ পুষ্টি নিশ্চিত করবে। আর এতে তৈরি যেকোনো খাবারে পাবেন দুধের অনন্য স্বাদ প্রতিদিন।
FARMLAND
GOLD
দুধের স্বাদে প্রতিদিন

Just like Doctor Amin, we always strive to fulfill the needs of more than 3 crore people
To serve you even better, 2.5 lac people are continuously working at our nationwide retail points
Stay Close
grameenphone